এয়ার গান

হাবুল নাকি পাস করেছে ফাস্ট হয়ে। কথাটা শুনে গর্বে তারবুকটা তো ফুলে উঠলো দশ হাত। হাওয়ার ওপর ভর করে সে ফিরে এল বাড়িতে ধীরে ধীরে। বিপুল আনন্দে সারা রাত্রি তার ভালোরকম ঘুমই হল না। মাকে কথাটা বলতে মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন 'সুখী হও—বড় হও বাবা'।

সত্যি, তার এই দীর্ঘদিনের খাটুনি সার্থক হয়েচে। বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে কত রাত্রি জেগে সে বই পড়ে গেছে, তার পড়ার বই একাগ্রচিত্তে। আজ তার পরিণতি ওর প্রথম হওয়া। সকলে তো কথাটা শুনে বিশ্বাসই করতে চায় না। স্কুলের ছেলেরা তো প্রথমে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিল একেবারে। সারাদিন যে আড্ডা মেরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সেএত উন্নতি করলে কি করে ?তবু হাবুল ফার্স্ট হল—

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। হাবুলের ঘুমভেঙে গেল; ধড়মড় করে উঠে বসলো। মনে পড়ল গতকালেরঘটনা—তার প্রথম হবার কথা। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়েগেল ঘরের বাইরে। হাবুল গিয়ে দাঁড়াল তার ছোট-কাকারঘরের দরজায়। ছোট-কাকা তখন ঘুমুচ্চেন নাক ডাকিয়েলেপের মধ্যে। হাবুল ডাকল, "ছোট-কাকা-ছোট-কাকা !'

ছোটকাকার ঘুম ভাঙলো। তিনি দু-হাত দিয়ে চোখ রগড়ে উত্তর দিলেন, কি রে হাবুল ?'

হাবুল বললে, 'কাকা, আমি ফার্স্ট হয়েচে।'

এমন সময় এইসকালে টুনু এসে হাজির হয়। সেহাবুলের কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করলে, 'কক্ষনো না ছোট-কাকা' !

হাবুল রুখে উঠলো, তুই জানিস টুনু ?

টুনুও দমে না একটুও, ইস ! উনি আবার ফার্স্ট হবেন ?তবে যদি টোকেন, সে কথা আলাদা।

হাবুলের রাগ চড়ে গেল। সে ঠাস করে টুনুর কচি গালেএকটা চড় মেরে বললে, 'বাবা সাক্ষী। কাল রাত্রে হেডমাস্টারমশায় বললেন, জানিস সে-কথা ?সকাল বেলা এসেচেন চালাকি করতে' !

টুনু গালে হাত বুলোতে থাকে বেদনায়। ছোট-কাকাবললেন, 'ছিঃ, মারলি কেন রে ওকে' ?

'দেখলে তো কি হিংসুটে' !

'এ রকম চড় তোমার গালেও পড়বে অখন'। কথারশেষে টুনু ছল্ ছল্ চক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিক্ষণ পর হাবুল বললে,-'ছোট-কাকা, তুমিবলেছিলে, ফার্স্ট হলে আমাকে একটা এয়ার গান কিনে দেবে।

'ও !' এতক্ষণ পর ছোট-কাকার আট মাস আগেকারপ্রতিশ্রুতি মনে পড়ে গেল। বললেন, 'বেশ বেশ, কাল কিনেদেবো।'

কাল না—আজই।

ঠিক আটমাস আগে হাবুল একদিন ওর ক্লাসফ্রেন্ডভুলোদের বাড়িতে দেখেছিল তার একটা এয়ার গান।হাবুলেরও একটা এয়ার গান কিনবার ভারি শখ হল। কথাটা তার ছোটকাকাকে বলতে তিনি বললেন, 'ফার্স্ট হলে এয়ার গান তোকে প্রাইজ দেবো।'

হাবুল উঠে-পড়ে লেগে গেল প্রথম হবার জন্যে এবংপ্রথম হল যথাসময়ে।

সেদিনই সে একটা এয়ার গান কিনে আনলে। তারপরসকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করে এয়ার গান হাতেঝুলিয়ে বাড়িময় খুঁজতে লাগলো শিকার। কোথাও বসেছে একটা অসহায় চড়াই কিংবা পায়রা। তাকে লক্ষ্য করে এয়ারগানে আওয়াজ হল ফটফট শব্দে। পাখি উড়ে পালালো অক্ষতশরীরে আর গুলি বেরিয়ে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, পাখির দশ হাততফাৎ দিয়ে প্রায়।

হতাশ হয়ে ও ফিরে এল হাত ঠিক করবার জন্যে, যাতেসে পুনরায় না লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে ওলক্ষ্য করলে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিলিতি ক্যালেন্ডারেছবির মুখ। অনেকক্ষণ পর তার এয়ার গান থেকে শব্দ বেরুলফট করে—গুলিও ছুটে চললো ছবিতে একটা ছেলের ঠিক মুখের পানে। তারপর আওয়াজ হল ঝন-ঝন-ঝন। ভয়েহাবুলের মুখ হয়ে গেল পাংশু। সে দৌড়ে গেল। দেখলেমেজেতে ছড়ানো অগুন্তি কাচের টুকরো। আস্তে আস্তেক্যালেন্ডারটা তুলে ধরতে দেখলে, দেওয়ালে কালী ঠাকুরেরএকখানা পট ফ্রেম দিয়ে মুড়ে কাচ দিয়ে ঢাকা। ছবিখানাকেক্যালেন্ডারটা ঢেকে ছিল এতক্ষণ। লোহার গুলির ঘায়ে ভঙ্গুরকাচই গেছে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে। বুকের ভেতরটাতার ছ্যাঁৎ করে উঠলো আতঙ্কে। চোখের সামনে লক লককরতে লাগলো কালী ঠাকুরের দীর্ঘ জিভ। ভয়ে ও ভাবনায়সে মুষড়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে ফেললে কাচগুলো। মা জানলে তো এক্ষুনি রসাতল করে ফেলবেন।

তখন মধ্যহ্ন প্রায়। হাবুল ধীরে ধীরে চলে গেল ছাতের 'চিলকুঠরি'র ভেতর। সেখান থেকে লক্ষ্য করলে পাশেরবাড়ির আঙ্গিনায় বসা একটা কাককে। কাকও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেল তাকে বিদ্রুপ করে হয়তো। হাজার হোক, কাকবড় ধূর্ত প্রাণী।

নিচে যেতে হাবুলের আর সাহস হচ্ছে না। টুপ করেবন্দুকটাকাঁধে নিয়ে একটা চটের উপর বসে থাকে জানলা দিয়েদূরের পানে তাকিয়ে। কাক কিংবা পায়রা কিংবা চড়াই এলে ও গুলি ছুঁড়ে মারবে তাকে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ওসামনের বাড়ির ট্রাঙ্কটাকে লক্ষ্য করে ফেলে। গুলির আঘাতেট্রাঙ্কটাও বেজে ওঠে ঝন্-ঝন্-ঝন্।

মনে আবার আনন্দ ফিরে আসে। হ্যাঁ, তার হাত অনেকটাভালো হয়েছে। আবার সে লক্ষ্য করে পাঁচিলের ওপরের একটা ফুল গাছের টবে। সেটায় আওয়াজ হয় খট করে।

আনন্দ ওর বেড়ে যায় চতুর্গুণ। বন্দুকটা নেড়েচেড়েভালো করে পরীক্ষা করে। হ্যাঁ, একদিন ও বড় বন্দুকও ছুঁড়তেপারবে নিশ্চয়। এই হল তার সূচনা। বড় হলে সে চলেযাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মঙ্গো পার্কের মতো। অসংখ্যজন্তু-জানোয়ার শিকার করে ও দেখাবে ওর শৌর্য-বিক্রম।বাঙালি ভীরুনয়-বীরের জাতি—ও তা প্রমাণ করবে। খবরেরকাগজের পাতায় পাতায় ওর ফটো ছাপানো হবে। ও দাঁড়িয়েথাকবে হাফ প্যান্ট পরে বন্দুক হাতে, আর পায়ের কাছে পড়েথাকবে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুর নিহত দেহটা। পুলকে ওর হৃদয় ভরে গেল এখনই। কৃষ্ণ মহাদেশের গভীর অরণ্য থেকেবেরিয়ে আসবে মানুষ-খাদক জাতি সভ্য মানুষের গন্ধে, ও তাদের দেখে ভয় পাবে না একটুও।বরং ওর বন্দুক ছুঁড়ে দেবেগুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম। শিক্ষা হয়ে যাবে তাদের রীতিমতো। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে কতকগুলো ইতস্তত ভূমিতে।আর সবাই পালিয়ে যাবে এই আশ্চর্য কল দেখে। নিরীহ হাবুলএখনই যে নিষ্ঠুর শিকারী হয়ে উঠলো সম্পূর্ণরূপে! রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠলো ওর ধমনীতে ধমনীতে। ও পায়চারিকরতে লাগলো ঘরের ভেতর এয়ার গানটা হাতে ঝুলিয়েআফ্রিকার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে।অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে ও ইতিহাসের পাতায়। নেপোলিয়নকিংবা নেলসনের চেয়ে ও কোনো অংশে হেয় নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে

নেপোলিয়ন নাকি পেছনে হাত দিয়ে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়েথাকতেন আর পাশ দিয়ে শন শন করে গুলি চলে গেলেওতিনি গ্রাহ্য করতেন না আদৌ। ঠিক সেই ভঙ্গিমায় সেই স্বর্গীয়বীরের অনুকরণে ও দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যে জানলারপানে মুখ করে।

কিন্তু ও কি ?সামনের বাড়ির ট্রাঙ্কের ওপর একটা বাঁদরযে ?তাই এত কাক ডেকে উঠছে অবিশ্রান্ত, তাদের বিকট রবতার কানে যায় নি এতক্ষণ। কারণ সে কলকাতা ছেড়ে এযাবৎআফ্রিকার গভীর অরণ্যে পড়ে ছিল শিকারের খোঁজে। ওরবুকের ভেতরটা যেন দুর দুর করে উঠলো। ও ওর বন্দুকটা একবার ভালো করে দেখে নিলে—বাঁদরটা বেশ বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট। আর ওদিকে বাঁদরটা ঝুপ করে হাবুলের ঘরেরদরজার কাছে এসে উপস্থিত হল। বীরপুরুষের কাঁপুনি শুরুহয়, রীতিমতো হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে যায়, নেলসনেরও নেপোলিয়নের মতো। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বাঁদরটার পানে। ঘরের এক পাশে ছিল একছড়া বড় বড় চাঁপাকলা। বাঁদরটা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে সেই কলারদিকে-বাঁদর —কি কলা খেতে বড় ভালোবাসে ! হাবুলেরসামনে এই নিদারুণ ডাকাতি ঘটে যায় ! সে আর দেখতে পারে না, মরীয়া হয়ে তার সমস্ত শক্তি একত্র করে দাঁড়ায় কলা ও বাঁদরের মাঝখানে, জন্তুটাকে এয়ার গান দিয়ে লক্ষ্য করে।এয়ার গানের ঘোড়া দিলে টিপে; কিন্তু তাতে গুলি পোরা ছিলনা একটাও। সুতরাং বাঁদরের ক্ষতি হয় না আদৌ। পরন্তু তার রাগ বেড়ে যায় এই বাধা দেওয়ার জন্যে। সে ত্বরিতে এসে হাবুলের গালে মারলো একটা বিরাশি সিক্কার চড়। বেচারারমাথা ঘুরতে থাকে বন বন করে। নেপোলিয়ান গালে হাতদিয়ে দাঁড়ায়। এয়ার গান পড়ে থাকে তার পদতলে। বাঁদরটাওসুযোগ বুঝে এয়ার গানটা নিয়ে উধাও হয় পাশের নিমগাছেরডালে। হাবুলও প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে বাঁদরের এই বেয়াদপি দেখে। মনে পড়ে টুনুর গালের ব্যথা আর কালীরছবির কাচ ভাঙার কথা।

তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন মা, দাদা, ছোট-কাকা, মায় টুনু। হৈচৈ পড়ে যায়, ‘কি হয়েচে রে হাবুল ?কি হয়েচে ?’

নিরুত্তর হাবুল করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে পলাতকবাঁদরের পানে। টুনু তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ‘ওই দেখছোট-কাকা, ছোড়দার এয়ার গান বাঁদরের হাতে’ !

‘কি ছেলে রে তুই ?বাঁদরে তোর হাত থেকে এয়ার গানটানিয়ে গেল ?অমন খাসা জিনিসটা, ন-টাকা দশ আনা দাম’ !

আর হাবুল ?সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্ঠুরঅপমানে ও পরাজয়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত করে।